স্থানীয়ভাবে এইচএসসি পরীক্ষা বন্ধ থাকতে পারে: শিক্ষামন্ত্রী

চাঁদপুর প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৩ ০৪:১৯ পিএম | আপডেট: ১১ আগস্ট ২০২৩ ০৯:০৮ পিএম

35
Shares

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ছবি: আমাদের সময়

advertisement..

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত আছে যদি কোনো জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষা বন্ধ করতে হয়, সে স্থানে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা বন্ধ থাকবে; বাকি সারা দেশে পরীক্ষা চলবে।’

আজ শুক্রবার দুপুরে চাঁদপুর শহরের লেডি প্রতিমা মিত্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

advertisement

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ডেঙ্গু প্রতি বছরই হয়। এ বছর হয়তো প্রকোপটা বেশি। ডেঙ্গু পরিস্থিতির জন্য এইচএসসি পরীক্ষার মতো পাবলিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এবার প্রায় ১৪ লাখ পরীক্ষার্থী। তারা পূর্বঘোষিত আগামী ১৭ আগস্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।’

আরও পড়ুন: ১৭ আগস্টেই শুরু হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সম্পর্কে দীপু মনি বলেন, ‘কিছু পরীক্ষার্থী সব সময় পরীক্ষার আগে চিন্তা করে আরেকটু সময় পেলে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। আর সেজন্য তো এত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া যায় না। এটি পাবলিক পরীক্ষা, এটি সঠিক সময়ে নেওয়া জরুরি। এমনিতে কোভিডের কারণে অনেক সময় পিছিয়ে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে এবং এ বছর আমরা চেষ্টা করছি পরীক্ষা এগিয়ে নিতে। আগামী বছর আমরা চেষ্টা করব স্বাভাবিক সময়ে পরীক্ষা নিতে।’

তিনি বলেন, ‘যে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী আন্দোলনে আছে, তারা রাস্তাঘাটে আন্দোলন না করে পড়ার টেবিলে ফিরে যাক এবং তারা প্রস্তুতি নিলে আমি বিশ্বাস করি তারাও ভালো করবে।’

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, ‘আমাদের পরীক্ষায় শতভাগ পাস করে না। যারা পাস করে না, তারা পরের বছর পরীক্ষা দেয়। যারা ভালো করে না, তারা মান উন্নয়নের জন্য পরের বছর পরীক্ষা দেয়। এই সুযোগগুলো সব আছে। কাজেই পরীক্ষা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। আমাদের পরীক্ষার্থীরা যেন সবাই পড়ার মধ্যে মনোনিবেশ করে, তাদের জন্য শুভ কামনা রইল।’

আরও পড়ুন: এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও

এসএসসির পরে এইচএসসিতে এসে শিক্ষার্থী কমে যাওয়া সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘অনেক সময় এই সংখ্যাটি হঠাৎ করে মনগড়া বলা হয়। এটির সঠিক সংখ্যা জেনে বলতে হবে। যারা এসএসসি দেয়, তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক কর্মজীবনে প্রবেশ করে। অনেকে বিদেশে চলে যায়। আবার কেউ আছে অন্যান্য শিক্ষা অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষায় চলে যায়, তারা আর এইচএসসি দিতে আসে না। এসব বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।’

এ সময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. হেদায়েত উল্যাহ, জেলা আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক রনজিত রায় চৌধুরী, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান বাবুল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাম্মৎ মোর্শেদা ইয়াসমিনসহ সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী শহরের পুরান বাজার ডিগ্রি কলেজে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা চত্বর উদ্বোধন করেন।

35
Shares